মেঘ - ঈশ্বরের চরণের ধূলিকণা

সদাপ্রভু ক্রোধে ধীর এবং পরাক্রমে মহান, আর তিনি দুষ্টদের কোনোভাবেই নির্দোষ ঘোষণা করেন না।
সদাপ্রভু ঘূর্ণিবায়ু ও ঝড়ের মধ্যেও তাঁর পথ চলেন।
এবং মেঘসমূহ তাঁর চরণধূলি। নাহুম ১:৩

পেন্টাটিউক

আমি মেঘে আমার ধনুক স্থাপন করি, এবং তা আমার ও পৃথিবীর মধ্যে একটি চুক্তির চিহ্নস্বরূপ হবে। আর এমন ঘটবে, যখন আমি পৃথিবীর উপর মেঘ আনব, তখন মেঘের মধ্যে ধনুক দেখা যাবে। আর মেঘের মধ্যে ধনুকটি থাকবে; এবং আমি তার দিকে তাকাব, যেন আমি ঈশ্বর ও পৃথিবীর সমস্ত প্রাণীর মধ্যেকার চিরস্থায়ী চুক্তির কথা স্মরণ করতে পারি। আদিপুস্তক ৯:১৩-১৪,১৬

আর সদাপ্রভু দিনের বেলায় মেঘস্তম্ভে তাদের পথ দেখানোর জন্য এবং রাতের বেলায় অগ্নিস্তম্ভে তাদের আলো দেওয়ার জন্য তাদের আগে আগে চলতেন; যেন তারা দিনরাত চলতে পারেন। তিনি দিনের বেলায় মেঘস্তম্ভ এবং রাতের বেলায় অগ্নিস্তম্ভ লোকদের সামনে থেকে সরিয়ে নিলেন না। যাত্রাপুস্তক ১৩:২১-২২

আর ঈশ্বরের দূত, যিনি ইস্রায়েলের শিবিরের আগে আগে যাচ্ছিলেন, তিনি সরে গিয়ে তাদের পিছনে চলে গেলেন; এবং মেঘস্তম্ভ তাদের সম্মুখ থেকে সরে গিয়ে তাদের পিছনে দাঁড়াল। আর তা মিশরীয়দের শিবির ও ইস্রায়েলীয়দের শিবিরের মাঝখানে এসে পড়ল; তাদের কাছে তা ছিল মেঘ ও অন্ধকার, কিন্তু ইস্রায়েলীয়দের জন্য রাতে আলো দিল, ফলে সারারাত ধরে এক পক্ষ অন্য পক্ষের কাছে আসতে পারল না। আর প্রভাতকালে সদাপ্রভু অগ্নিস্তম্ভ ও মেঘস্তম্ভের মধ্য দিয়ে মিশরীয় সৈন্যদলের প্রতি দৃষ্টিপাত করলেন এবং মিশরীয় সৈন্যদলকে বিচলিত করলেন। যাত্রাপুস্তক ১৪:১৯-২০,২৪

আর হারোণ যখন ইস্রায়েল সন্তানদের সমগ্র সম্প্রদায়ের কাছে কথা বলছিলেন, তখন তারা মরুপ্রান্তরের দিকে তাকালেন, আর দেখলেন, মেঘের মধ্যে সদাপ্রভুর মহিমা প্রকাশিত হলো। যাত্রাপুস্তক ১৬:১০

আর সদাপ্রভু মোশিকে বললেন, “দেখো, আমি ঘন মেঘে তোমার কাছে আসছি, যেন লোকেরা আমার কথা শুনতে পায় এবং চিরকালের জন্য তোমাকে বিশ্বাস করে।” তখন মোশি লোকদের কথা সদাপ্রভুকে জানালেন। আর তৃতীয় দিনের সকালে বজ্রপাত ও বিদ্যুৎ চমকালো, পর্বতের উপরে ঘন

মেঘ দেখা গেল এবং তূরীর প্রচণ্ড শব্দ হল; এতে শিবিরে থাকা সমস্ত লোক ভয়ে কাঁপতে লাগল। যাত্রাপুস্তক ১৯:৯ , ১৬

আর মোশি পর্বতে আরোহণ করলেন, এবং একটি মেঘ পর্বতটিকে ঢেকে ফেলল। আর সদাপ্রভুর মহিমা সীনয় পর্বতের উপরে বিরাজ করছিল এবং মেঘ ছয় দিন ধরে তা আবৃত করে রেখেছিল; আর সপ্তম দিনে তিনি মেঘের মধ্য থেকে মোশিকে ডাকলেন। আর মোশি মেঘের মধ্যে প্রবেশ করে পর্বতে আরোহণ করলেন; এবং মোশি সেই পর্বতে চল্লিশ দিন ও চল্লিশ রাত ছিলেন। যাত্রাপুস্তক ২৪:১৫-১৬,১৮

আর এমন হল যে, মোশি সমাগম-তাঁবুতে প্রবেশ করতেই মেঘস্তম্ভটি নেমে এসে তাঁবুর দ্বারে দাঁড়াল এবং সদাপ্রভু মোশির সঙ্গে কথা বললেন। আর সমস্ত লোক সমাগম-তাঁবুর দ্বারে মেঘস্তম্ভটি দাঁড়ানো দেখল; এবং সকলে উঠে দাঁড়িয়ে উপাসনা করল, প্রত্যেকে নিজ নিজ তাঁবুর দ্বার থেকে। যাত্রাপুস্তক ৩৩:৯-১০

আর সদাপ্রভু মেঘে নেমে এসে সেখানে তাঁর সঙ্গে দাঁড়ালেন এবং সদাপ্রভুর নাম ঘোষণা করলেন। যাত্রাপুস্তক ৩৪:৫

তখন এক মেঘ সমাগম-তাঁবুকে আবৃত করল এবং সদাপ্রভুর মহিমা সেই পবিত্র তাঁবুতে পূর্ণ হল। আর মোশি সমাগম-তাঁবুতে প্রবেশ করতে পারলেন না, কারণ মেঘ তার উপরে অবস্থান করছিল এবং সদাপ্রভুর মহিমা সেই সমাগম-তাঁবু পূর্ণ করে রেখেছিল। আর যখন সমাগম-তাঁবুর উপর থেকে মেঘটি তুলে নেওয়া হল, তখন ইস্রায়েলের সন্তানগণ তাদের সমস্ত যাত্রাপথে এগিয়ে চললেন। কিন্তু যদি মেঘটি তুলে নেওয়া না হতো, তবে সেটি তুলে নেওয়ার দিন পর্যন্ত তারা যাত্রা করত না। কারণ তাদের সমস্ত যাত্রাপথে, ইস্রায়েলের সমস্ত বংশের দৃষ্টিতে, দিনের বেলায় সদাপ্রভুর মেঘ সমাগম তাঁবুর উপরে ছিল এবং রাতের বেলায় তার উপরে আগুন ছিল। যাত্রাপুস্তক ৪০: ৩৪-৩৮

আর সদাপ্রভু মোশিকে বললেন, "তোমার ভাই হারোণকে বলো, সে যেন কৃপাসনের সামনে, সিন্দুকের উপরে অবস্থিত, যবনিকার ভেতরের পবিত্র স্থানে কোনো সময়েই না যায়; পাছে তার মৃত্যু হয়; কারণ আমি কৃপাসনের উপরে মেঘে আবির্ভূত হব।" আর তিনি সদাপ্রভুর সামনে আগুনের উপর ধূপ দেবেন, যেন ধূপের ধোঁয়া সাক্ষ্যস্থানের উপরে অবস্থিত কৃপাসনকে আবৃত করে, আর তিনি যেন মারা না যান। লেবীয় পুস্তক ১৬:২ , ১৩

আর যেদিন সমাগম-তাঁবু স্থাপন করা হয়েছিল, সেদিন মেঘ সমাগম-তাঁবুকে, অর্থাৎ সাক্ষ্য-তাঁবুকে, আবৃত করল; এবং সন্ধ্যাবেলায় সকাল পর্যন্ত সমাগম-তাঁবুর উপরে আগুনের মতো প্রতীয়মান হল। বরাবরই এমনই ছিল: দিনের বেলায় মেঘে ঢাকা থাকত, আর রাতে দেখা যেত আগুন। আর যখন মেঘটি সমাগম-তাঁবু থেকে উপরে তুলে নেওয়া হলো, তখন ইস্রায়েল-সন্তানরা যাত্রা করল এবং যেখানে মেঘটি অবস্থান করল, সেখানেই ইস্রায়েল-সন্তানরা তাদের তাঁবু স্থাপন করল। সদাপ্রভুর আজ্ঞায় ইস্রায়েল-সন্তানগণ যাত্রা করল এবং তাঁরই আজ্ঞায় শিবির স্থাপন করল; যতক্ষণ মেঘ সমাগম-তাঁবুর উপরে অবস্থান করল, ততক্ষণ তারা নিজেদের তাঁবুতে বিশ্রাম করল। আর যখন মেঘ বহু দিন ধরে সমাগম তাঁবুর উপরে স্থির রইল, তখন ইস্রায়েল-সন্তানেরা সদাপ্রভুর আদেশ পালন করল এবং যাত্রা করল না। আর সেইরূপই হল, যখন মেঘ কয়েকদিন সমাগম তাঁবুর উপরে ছিল; তখন সদাপ্রভুর আজ্ঞা অনুসারে তারা নিজেদের তাঁবুতে বাস করল এবং সদাপ্রভুর আজ্ঞা অনুসারে তারা যাত্রা করল। আর সেইরূপই হল, যখন মেঘ সন্ধ্যা থেকে সকাল পর্যন্ত ছিল এবং সকালে মেঘটি

তুলে নেওয়া হল, তখন তারা যাত্রা করল: মেঘটি দিনে বা রাতে যে সময়েই তুলে নেওয়া হোক না কেন, তারা যাত্রা করল। অথবা মেঘটি দুই দিন, বা এক মাস, বা এক বছর সমাগম তাঁবুর উপরে থাকুক না কেন, ইস্রায়েলের সন্তানগণ নিজেদের তাঁবুতে বাস করল এবং যাত্রা করল না: কিন্তু যখন তা তুলে নেওয়া হল, তখন তারা যাত্রা করল। গণনাপুস্তক ৯:১৫-২২

আর দ্বিতীয় বছরের দ্বিতীয় মাসের বিশ তারিখে, সাক্ষ্য-তাঁবুর উপর থেকে মেঘটি তুলে নেওয়া হল। তখন ইস্রায়েল-সন্তানরা সিনাই মরুভূমি থেকে যাত্রা করল এবং মেঘটি পারান মরুভূমিতে স্থির হল। দিনের বেলায়, যখন তারা শিবির থেকে বের হত, তখন সদাপ্রভুর মেঘ তাদের উপরে থাকত। গণনাপুস্তক ১০:১১-১২,৩৪

আর সদাপ্রভু মেঘে করে নেমে এসে তাঁর সঙ্গে কথা বললেন এবং তাঁর উপরে থাকা আত্মা থেকে নিয়ে সত্তর জন প্রাচীনকে দিলেন। তখন সেই আত্মা তাঁদের উপরে অবস্থান করলে, তাঁরা ভাববাণী বলতে লাগলেন এবং তা বন্ধ করলেন না। গণনাপুস্তক ১১:২৫

আর সদাপ্রভু মেঘস্তম্ভে নেমে এসে সমাগম-তাঁবুর দ্বারে দাঁড়ালেন এবং হারোণ ও মরিয়মকে ডাকলেন; তখন তাঁরা দুজনেই বাইরে এলেন। এরপর মেঘ সমাগম-তাঁবুর উপর থেকে সরে গেল; আর দেখ, মরিয়ম তুষারের মতো সাদা কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত হলেন; হারোণ মরিয়মের দিকে তাকিয়ে দেখলেন, তিনি কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত। গণনাপুস্তক ১২:৫,১০

আর তারা এই দেশের বাসিন্দাদের কাছে তা জানাবে; কারণ তারা শুনেছে যে, হে সদাপ্রভু, তুমি এই লোকদের মধ্যে আছ, তুমি তাদের মুখোমুখি দেখা দাও, তোমার মেঘ তাদের উপরে অবস্থান করে এবং তুমি দিনের বেলায় মেঘস্তম্ভে ও রাতের বেলায় অগ্নিস্তম্ভে তাদের আগে আগে চলো। গণনাপুস্তক ১৪:১৪

আর যখন লোকেরা মোশি ও হারোণের বিরুদ্ধে সমবেত হয়েছিল, তখন তারা সমাগম-তাঁবুর দিকে তাকাল; আর দেখ, মেঘ তা আবৃত করল এবং সদাপ্রভুর মহিমা প্রকাশিত হল। গণনাপুস্তক ১৬:৪২

যিনি তোমাদের আগে আগে পথ চলতেন, যেন তোমাদের তাঁবু ফেলার জন্য উপযুক্ত স্থান খুঁজে বের করতে পারেন; রাতে অগ্নির আড়ালে, তোমাদের চলার পথ দেখিয়ে দিতেন; এবং দিনে মেঘের আড়ালে। দ্বিতীয় বিবরণ ১:৩৩

আর তোমরা কাছে এসে পর্বতের পাদদেশে দাঁড়ালে; এবং পর্বতটি আকাশের মধ্যভাগ পর্যন্ত আগুনে জ্বলছিল, সাথে ছিল অন্ধকার, মেঘ ও ঘন অন্ধকার। দ্বিতীয় বিবরণ ৪:১১

সদাপ্রভু পর্বতের উপর আগুন, মেঘ ও ঘন অন্ধকারের মধ্য থেকে তোমাদের সমস্ত মণ্ডলীকে এই বাক্যগুলি উচ্চস্বরে বললেন; এবং তিনি আর কিছু যোগ করলেন না। তিনি সেগুলি পাথরের দুটি ফলকে লিখে আমাকে দিলেন। দ্বিতীয় বিবরণ ৫:২২

আর সদাপ্রভু মেঘস্তম্ভে সমাগম তাঁবুতে আবির্ভূত হলেন এবং সেই মেঘস্তম্ভটি তাঁবুর দ্বারের উপরে স্থাপিত ছিল। দ্বিতীয় বিবরণ ৩১:১৫

ইতিহাস

হে প্রভু, যখন তুমি সীয়র থেকে বের হলে, যখন তুমি ইদোমের মাঠ থেকে যাত্রা করলে, তখন পৃথিবী কম্পিত হল, আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষিত হল, মেঘ থেকেও জলধারা নামল। বিচারকগণ ৫:৪

আর তিনি তাঁর চারপাশে অন্ধকারের তাঁবু, কালো জলরাশি এবং আকাশের ঘন মেঘমণ্ডল সৃষ্টি করলেন। ২ শমূয়েল ২২:১২

আর তিনি হবেন প্রভাতের আলোর মতো, যখন সূর্য ওঠে, অর্থাৎ মেঘহীন এক প্রভাত; বৃষ্টির পর পরিষ্কার রোদে মাটি ফুঁড়ে গজিয়ে ওঠা কোমল ঘাসের মতো। ২ শমূয়েল ২৩:৪

আর যখন যাজকেরা পবিত্র স্থান থেকে বাইরে এলেন, তখন মেঘ সদাপ্রভুর গৃহ পূর্ণ করল, ফলে যাজকেরা পরিচর্যা করার জন্য দাঁড়াতে পারলেন না; কেননা সদাপ্রভুর মহিমা তাঁর গৃহ পূর্ণ করেছিল। ১ রাজাবলি ৮:১০-১১

আর সপ্তম বারে তিনি বললেন, "দেখো, সমুদ্র থেকে মানুষের হাতের মতো একটি ছোট মেঘ উঠছে। তিনি বললেন, 'উপরে যাও, আহাবকে বলো, তোমার রথ প্রস্তুত করো এবং নিচে নেমে যাও, যেন বৃষ্টি তোমাকে থামাতে না পারে।'" ইতিমধ্যে আকাশ মেঘ ও বাতাসে কালো হয়ে গেল এবং প্রবল বৃষ্টি নামল। তখন আহাব রথে চড়ে যিজ্রেলে চলে গেলেন। ১ রাজাবলি ১৮:৪৪-৪৫

এমন হল যে, তূরীবাদক ও গায়কেরা এক হয়ে সদাপ্রভুর প্রশংসা ও ধন্যবাদ করার জন্য এক সুরে আওয়াজ করতে লাগল; এবং যখন তারা তূরী, করতাল ও অন্যান্য বাদ্যযন্ত্রের সাথে উচ্চস্বরে সদাপ্রভুর প্রশংসা করে বলতে লাগল, "কারণ তিনি মঙ্গলময়, তাঁর করুণা চিরস্থায়ী," তখন সদাপ্রভুর গৃহ মেঘে পূর্ণ হয়ে গেল; ফলে যাজকেরা সেই মেঘের কারণে পরিচর্যা করার জন্য দাঁড়াতে পারলেন না, কারণ সদাপ্রভুর মহিমা ঈশ্বরের গৃহ পূর্ণ করেছিল। ২ বংশাবলি ৫:১৩-১৪

অধিকন্তু, তুমি দিনের বেলায় মেঘস্তম্ভ দ্বারা এবং রাতে অগ্নিস্তম্ভ দ্বারা তাদের পথ দেখিয়েছ, যেন তারা যে পথে যাবে, সেই পথে তাদের আলো দিতে পারো। তবুও তুমি তোমার অগণিত করুণায় মরুপ্রান্তরে তাদের পরিত্যাগ করোনি; দিনের বেলায় মেঘস্তম্ভ তাদের পথ দেখানোর জন্য তাদের থেকে সরে যায়নি; আর রাতে অগ্নিস্তম্ভও তাদের আলো ও পথ দেখানোর জন্য সরে যায়নি। নহিমিয় ৯:১২,১৯

কবিতা

অন্ধকার ও মৃত্যুর ছায়া একে কলঙ্কিত করুক; মেঘ এর উপর ছেয়ে যাক; দিনের অন্ধকার একে আতঙ্কিত করুক। ইয়োব ৩:৫

যেমন মেঘ বিলীন হয়ে যায় ও অদৃশ্য হয়ে যায়, তেমনি যে কবরে নেমে যায়, সে আর কখনও উপরে উঠে আসবে না। ইয়োব ৭:৯

যদিও তাঁর মহিমা স্বর্গে আরোহণ করে এবং তাঁর মস্তক মেঘ পর্যন্ত পৌঁছায়; তবুও তিনি নিজ বিষ্ঠার ন্যায় চিরতরে বিলীন হবেন: যারা তাঁকে দেখেছে, তারা বলবে, তিনি কোথায়? ইয়োব ২০:৬ -৭

আর তুমি বলো, ঈশ্বর কি করে জানেন? তিনি কি করে ঘন মেঘের আড়াল থেকে বিচার করতে পারেন? ঘন মেঘ তাঁর জন্য এক আবরণ, যার ফলে তিনি দেখতে পান না; এবং তিনি স্বর্গের পরিমণ্ডলে বিচরণ করেন। ইয়োব ২২:১৩-১৪

তিনি তাঁর ঘন মেঘে জলরাশিকে বেঁধে রাখেন; এবং সেই মেঘের নিচে মেঘ ছিন্ন হয় না। তিনি তাঁর সিংহাসনের সম্মুখভাগ আড়াল করে রাখেন এবং তার উপর তাঁর মেঘ বিছিয়ে দেন। ইয়োব ২৬:৮-৯

আতঙ্ক আমার উপর নেমে এসেছে; তা বাতাসের মতো আমার প্রাণকে ধাওয়া করে এবং আমার মঙ্গল মেঘের মতো উড়ে যায়। ইয়োব ৩০:১৫

আকাশের দিকে তাকাও এবং দেখো; মেঘপুঞ্জ তোমার চেয়েও উঁচু। ইয়োব ৩৫:৫

যা মেঘপুঞ্জ মানুষের উপর প্রচুর পরিমাণে বর্ষণ করে। আর মেঘের বিস্তার, কিংবা তাঁর আবাসের শব্দ কি কেউ বুঝতে পারে? তিনি মেঘ দ্বারা আলোকে ঢেকে দেন; এবং মাঝখানে আসা মেঘের দ্বারা তাকে আলো দিতে নিষেধ করেন। ইয়োব ৩৬:২৮-২৯,৩২

আর তিনি জলসিক্ত করে ঘন মেঘকে ক্লান্ত করেন, তিনি তাঁর উজ্জ্বল মেঘকে ছিন্নভিন্ন করেন। তুমি কি জানো, ঈশ্বর কখন সেগুলোকে বিন্যস্ত করেছিলেন এবং তাঁর মেঘের আলো উদ্ভাসিত করেছিলেন? তুমি কি মেঘের ভারসাম্য রক্ষার বিষয়, জ্ঞানে সিদ্ধ তাঁর সেই আশ্চর্য কাজগুলো জানো? আর এখন মানুষ মেঘের মধ্যে থাকা সেই উজ্জ্বল আলো দেখতে পায় না, কিন্তু বাতাস বয়ে গিয়ে সেগুলোকে পরিষ্কার করে দেয়। ইয়োব ৩৭:১১,১৫-২৬,২১

যখন আমি মেঘকে তার বস্ত্র এবং ঘন অন্ধকারকে তার পালঙ্ক করলাম, তখন তুমি কি মেঘের উদ্দেশে তোমার স্বর তুলতে পারো, যেন প্রচুর জলরাশি তোমাকে আবৃত করে? প্রজ্ঞার সাথে কে মেঘ গণনা করতে পারে? অথবা কে স্বর্গের জলরাশিকে থামাতে পারে? ইয়োব ৩৮:৯,৩৪,৩৭

তিনি অন্ধকারকে তাঁর গোপন স্থান করলেন; তাঁর চারপাশের তাঁবু ছিল কালো জলরাশি আর আকাশের ঘন মেঘ। তাঁর সামনের উজ্জ্বলতার দিকে তাঁর ঘন মেঘ, শিলাবৃষ্টি আর জ্বলন্ত অঙ্গার সরে গেল। গীতসংহিতা ১৮:১১-১২

হে সদাপ্রভু, তোমার করুণা স্বর্গে এবং তোমার বিশ্বস্ততা মেঘমণ্ডল পর্যন্ত বিস্তৃত। গীতসংহিতা ৩৬:৫

কারণ তোমার করুণা স্বর্গ পর্যন্ত মহান, এবং তোমার সত্য মেঘ পর্যন্ত। গীতসংহিতা ৫৭:১০

ঈশ্বরেরই শক্তি অর্পণ কর; তাঁর মহিমা ইস্রায়েলের উপরে, এবং তাঁর শক্তি মেঘলোকে। গীতসংহিতা ৬৮:৩৪

মেঘ থেকে জলধারা বর্ষিত হলো, আকাশ থেকে শব্দ উঠলো, তোমার তীরও ছড়িয়ে পড়লো। গীতসংহিতা ৭৭:১৭

দিনের বেলায়ও তিনি মেঘ দ্বারা এবং সারা রাত অগ্নিময় আলো দ্বারা তাদের চালনা করতেন। যদিও তিনি উপর থেকে মেঘমণ্ডলকে আদেশ দিয়েছিলেন এবং স্বর্গের দ্বার খুলে দিয়েছিলেন, গীতসংহিতা ৭৮:১৪,২৩

মেঘ ও অন্ধকার তাঁকে ঘিরে আছে; ধার্মিকতা ও বিচার তাঁর সিংহাসনের আবাস। গীতসংহিতা ৯৭:২

তিনি মেঘস্তম্ভে তাদের সঙ্গে কথা বললেন; তারা তাঁর সাক্ষ্যসমূহ ও তাঁর দেওয়া বিধান পালন করল। গীতসংহিতা ৯৯:৭

যিনি জলে তাঁর কক্ষের কড়ি স্থাপন করেন, যিনি মেঘকে তাঁর রথ করেন, যিনি বায়ুর ডানায় বিচরণ করেন: গীতসংহিতা ১০৪:৩

তিনি আচ্ছাদনের জন্য মেঘ এবং রাত্রিকালে আলো দেওয়ার জন্য অগ্নি বিছিয়ে দিলেন। গীতসংহিতা ১০৫:৩৯

কারণ তোমার করুণা স্বর্গের ঊর্ধ্বে মহান, এবং তোমার সত্য মেঘ পর্যন্ত বিস্তৃত। গীতসংহিতা ১০৮:৪

যিনি মেঘ দ্বারা আকাশমণ্ডল আবৃত করেন, যিনি পৃথিবীর জন্য বৃষ্টি প্রস্তুত করেন, যিনি পর্বতের উপরে ঘাস গজিয়ে দেন। গীতসংহিতা ১৪৭:৮

তাঁর জ্ঞানে গভীর সমুদ্র বিদীর্ণ হয়, এবং মেঘ থেকে শিশির ঝরে পড়ে। হিতোপদেশ ৩:২০

যখন তিনি ঊর্ধ্বে মেঘমণ্ডল স্থাপন করলেন: যখন তিনি গভীরের উৎসসমূহকে শক্তিশালী করলেন: হিতোপদেশ ৮:২৮

রাজার মুখমণ্ডলের আলোতে জীবন নিহিত; এবং তাঁর কৃপা অন্তিম বর্ষণের মেঘের ন্যায়। হিতোপদেশ ১৬:১৫

যে ব্যক্তি মিথ্যা উপহার নিয়ে গর্ব করে, সে বৃষ্টিহীন মেঘ ও বাতাসের মতো। হিতোপদেশ ২৫:১৪

যদি মেঘ বৃষ্টিতে পূর্ণ থাকে, তবে তা পৃথিবীতে বর্ষিত হয়; এবং গাছ যদি দক্ষিণ দিকে বা উত্তর দিকে পড়ে, তবে যেখানে গাছটি পড়ে, সেখানেই তা থাকবে। যে বাতাস দেখে সে বীজ বোনে না, এবং যে মেঘের দিকে তাকায় সে ফসল কাটে না। উপদেশক ১১: ৩-৪

যতক্ষণ সূর্য, বা আলো, বা চাঁদ, বা তারারা অন্ধকার না হয়, এবং বৃষ্টির পর মেঘ ফিরে না আসে: উপদেশক ১২:২

নবীগণ

আর সদাপ্রভু সিয়োন পর্বতের প্রত্যেক বাসস্থানের উপরে ও তার সভাস্থলগুলোর উপরে দিনের বেলায় মেঘ ও ধোঁয়া এবং রাতের বেলায় জ্বলন্ত অগ্নির দীপ্তি সৃষ্টি করবেন; কেননা সমস্ত গৌরবের উপরে এক প্রতিরক্ষা থাকবে। যিশাইয় ৪:৫

আর আমি তা বিধ্বস্ত করব; তা ছাঁটা হবে না, বা খনন করা হবে না; কিন্তু সেখানে কাঁটাঝোপ ও কাঁটাগাছ গজিয়ে উঠবে; আমি মেঘমণ্ডলীকেও আদেশ দেব যেন তারা এর উপর বৃষ্টি বর্ষণ না করে। যিশাইয় ৫:৬

আমি মেঘের উচ্চতারও ঊর্ধ্বে আরোহণ করব; আমি পরমেশ্বরের সদৃশ হব। যিশাইয় ১৪:১৪

কারণ সদাপ্রভু আমাকে এই কথাই বলেছেন, আমি বিশ্রাম করব এবং আমার বাসস্থানে তৃণক্ষেত্রের উপর স্বচ্ছ উত্তাপের মতো ও শস্য কাটার উত্তাপের সময়ে শিশির মেঘের মতো বিষয় বিবেচনা করব। যিশাইয় ১৮:৪

মিশরের ভার। দেখ, সদাপ্রভু এক দ্রুতগামী মেঘের উপর আরোহণ করে মিশরে আসবেন; এবং তাঁর উপস্থিতিতে মিশরের প্রতিমাগুলি নড়ে উঠবে, আর মিশরের হৃদয় তার মধ্যেই গলে যাবে। যিশাইয় ১৯:১

তুমি অপরিচিতদের কোলাহলকে শুষ্ক স্থানের উত্তাপের মতো স্তিমিত করবে; এমনকি মেঘের ছায়াচ্ছন্ন উত্তাপের মতো: ভয়ংকরদের শাখা নত হবে। যিশাইয় ২৫:৫

আমি ঘন মেঘের ন্যায় তোমার অপরাধসমূহ এবং মেঘের ন্যায় তোমার পাপসমূহ মুছে দিয়েছি; আমার কাছে ফিরে এসো, কারণ আমি তোমাকে মুক্ত করেছি। যিশাইয় ৪৪:২২

কারা এইরা, যারা মেঘের মতো উড়ে যায়, আর পায়রার মতো নিজেদের জানালায়? যিশাইয় ৬০:৮

দেখো, তিনি মেঘের মতো উপরে আসবেন এবং তাঁর রথগুলো হবে ঘূর্ণিবায়ুর মতো; তাঁর ঘোড়াগুলো ঈগলের চেয়েও দ্রুতগামী। ধিক্ আমাদের! কেননা আমরা ধ্বংস হয়ে গেছি। যিরমিয় ৪:১৩

প্রভু তাঁর ক্রোধে সিয়োনের কন্যাকে মেঘ দ্বারা কেমন করে আবৃত করলেন, ইস্রায়েলের সৌন্দর্যকে স্বর্গ থেকে পৃথিবীতে নিক্ষেপ করলেন, এবং তাঁর ক্রোধের দিনে নিজের পাদপীঠ স্মরণ করলেন না! বিলাপ ২:১

তুমি নিজেকে মেঘে আবৃত করেছ, যেন আমাদের প্রার্থনা ভেদ করে যেতে না পারে। বিলাপ ৩:৪৪

আর আমি তাকালাম, আর দেখলাম, উত্তর দিক থেকে একটি ঘূর্ণিবায়ু আসছে, একটি বিশাল মেঘ, এবং একটি অগ্নি যা নিজেকেই আবৃত করছিল, আর তার চারপাশে ছিল এক উজ্জ্বলতা, এবং তার মধ্য থেকে, অগ্নির মধ্য থেকে, অম্বর রঙের মতো কিছু একটা বেরোচ্ছিল। বৃষ্টির দিনে মেঘের মধ্যে যে ধনুক দেখা যায়, তার রূপ ছিল চারপাশের উজ্জ্বলতার। এই রূপ ছিল সদাপ্রভুর মহিমার প্রতিরূপ। আর তা দেখে আমি উপুড় হয়ে পড়লাম এবং একজনের কণ্ঠস্বর শুনলাম। যিহিষ্কেল ১:৪ , ২৮

আর তাদের সামনে ইস্রায়েল বংশের প্রাচীন বংশের সত্তর জন লোক দাঁড়িয়েছিলেন এবং তাদের মাঝখানে শাফানের পুত্র যাযানিয় দাঁড়িয়েছিলেন, প্রত্যেকের হাতে নিজের ধূপদানি ছিল; আর ধূপের ঘন মেঘ উপরে উঠছিল। যিহিষ্কেল ৮:১১

তখন সেই লোকটি ভিতরে প্রবেশ করলে, করূবগণ গৃহের ডান পাশে দাঁড়িয়ে রইল এবং মেঘ অন্তঃপ্রাঙ্গণ পূর্ণ করল। তখন সদাপ্রভুর মহিমা করূবের মধ্য থেকে উপরে উঠে গৃহের চৌকাঠের উপরে দাঁড়াল; এবং গৃহটি মেঘে পূর্ণ হল, আর প্রাঙ্গণটি সদাপ্রভুর মহিমার উজ্জ্বলতায় পরিপূর্ণ হল। যিহিষ্কেল ১০: ৩-৪

কারণ সেই দিন নিকটবর্তী, হ্যাঁ, সদাপ্রভুর দিন নিকটবর্তী; এক মেঘাচ্ছন্ন দিন; তা হবে জাতিজাতির সময়। তেহফনিহেসেও দিন অন্ধকারাচ্ছন্ন হবে, যখন আমি সেখানে মিশরের জোয়াল ভেঙে ফেলব; এবং তার শক্তির জাঁকজমক তার মধ্যে শেষ হয়ে যাবে; আর এক মেঘ তাকে ঢেকে ফেলবে এবং তার কন্যারা বন্দিদশায় যাবে। যিহিষ্কেল ৩০:৩ , ১৮

আর যখন আমি তোমাকে দূর করব, তখন আমি আকাশমণ্ডল ঢেকে দেব এবং তার নক্ষত্রগুলোকে অন্ধকার করে দেব; আমি সূর্যকে মেঘ দিয়ে ঢেকে দেব, আর চাঁদ তার আলো দেবে না। যিহিষ্কেল ৩২:৭

যেমন একজন মেষপালক দিনের বেলায় তার বিক্ষিপ্ত মেষদের মধ্যে থেকে তাদের খুঁজে বের করে; তেমনি আমিও আমার মেষদের খুঁজে বের করব এবং মেঘাচ্ছন্ন ও অন্ধকার দিনে যেখানে যেখানে তারা বিক্ষিপ্ত হয়েছে, সেই সমস্ত স্থান থেকে তাদের উদ্ধার করব। যিহিষ্কেল ৩৪:১২

তুমি ঝড়ের মতো আরোহণ করে আসবে, তুমি মেঘের মতো হয়ে দেশকে আবৃত করবে; তুমি, তোমার সমস্ত দলবল এবং তোমার সঙ্গে বহু লোক। আর তুমি আমার ইস্রায়েলীয় প্রজাদের বিরুদ্ধে মেঘের মতো দেশকে আবৃত করতে আসবে; তা শেষকালে ঘটবে, এবং আমি তোমাকে আমার দেশের বিরুদ্ধে আনব, যেন অজাতিরা আমাকে জানতে পারে, যখন আমি তাদের চোখের সামনে তোমার মধ্যে পবিত্রীকৃত হব, হে গোগ। যিহিষ্কেল ৩৮:৯ , ১৬

আমি রাতে দর্শন পেলাম, আর দেখলাম, মনুষ্যপুত্রের মতো একজন স্বর্গের মেঘের সঙ্গে এসে সেই প্রাচীনতমের কাছে আসলেন, এবং তারা তাঁকে তাঁর সামনে নিয়ে এলেন। দানিয়েল ৭:১৩

হে ইফ্রয়িম, আমি তোমার প্রতি কী করব? হে যিহূদা, আমি তোমার প্রতি কী করব? কারণ তোমার মঙ্গলভাব প্রভাতের মেঘের ন্যায়, এবং ভোরের শিশিরের মতো তা মিলিয়ে যায়। হোশেয় ৬:৪

অতএব তারা হবে প্রভাতের মেঘের মতো, ভোরের শিশিরের মতো যা মিলিয়ে যায়, ঘূর্ণিবায়ুর সঙ্গে মাটি থেকে উড়ে যাওয়া তুষের মতো এবং চিমনি থেকে বেরোনো ধোঁয়ার মতো। হোশেয় ১৩:৩

অন্ধকার ও বিষণ্ণতার এক দিন, মেঘ ও ঘন অন্ধকারের এক দিন, যেমন পর্বতমালার উপর প্রভাত ছড়িয়ে পড়ছিল: এক মহান ও শক্তিশালী জাতি; এমন জাতি আগে কখনও ছিল না, বহু প্রজন্ম ধরেও এর পরে আর কখনও হবে না। যোয়েল ২:২

সদাপ্রভু ক্রোধে ধীর এবং পরাক্রমে মহান; তিনি দুষ্টদের মোটেই নির্দোষ মনে করেন না। সদাপ্রভু ঘূর্ণিবায়ু ও ঝড়ের মধ্যে তাঁর পথ চলেন এবং মেঘপুঞ্জ তাঁর চরণধূলি। নাহুম ১:৩

সেই দিনটি ক্রোধের দিন, দুঃখ ও দুর্দশার দিন, ধ্বংস ও জনশূন্যতার দিন, অন্ধকার ও বিষণ্নতার দিন, মেঘ ও ঘন অন্ধকারের দিন। সফনিয় ১:১৫

শেষ বর্ষণের সময়ে তোমরা সদাপ্রভুর কাছে বৃষ্টির জন্য প্রার্থনা কর; তাহলে সদাপ্রভু উজ্জ্বল মেঘমালা সৃষ্টি করবেন এবং মাঠের প্রতিটি ঘাসের উপর বৃষ্টি বর্ষণ করবেন। জাকারিয়া ১০:১

সুসমাচার

তিনি যখন কথা বলছিলেন, তখনই দেখ, এক উজ্জ্বল মেঘ তাঁদেরকে ঢেকে ফেলল; আর দেখ, মেঘের মধ্য থেকে এক বাণী এল, "ইনি আমার প্রিয় পুত্র, যাঁর উপর আমি অত্যন্ত সন্তুষ্ট; তোমরা তাঁর কথা শোনো।" মথি ১৭:৫

তখন স্বর্গে মনুষ্যপুত্রের চিহ্ন দেখা যাবে; তখন পৃথিবীর সমস্ত জাতি শোক করবে এবং তারা মনুষ্যপুত্রকে স্বর্গের মেঘে করে পরাক্রম ও মহিমার সাথে আসতে দেখবে। মথি ২৪:৩০

যীশু তাঁকে বললেন, " তুমি তো বলেছ, তবুও আমি তোমাদের বলছি, পরে তোমরা মনুষ্যপুত্রকে পরাক্রমের ডান পাশে বসে থাকতে এবং স্বর্গের মেঘে করে আসতে দেখবে।" মথি ২৬:৬৪

আর একটি মেঘ তাঁদেরকে ঢেকে ফেলল; এবং মেঘের মধ্য থেকে এক বাণী ভেসে এল, "ইনি আমার প্রিয় পুত্র, তোমরা তাঁর কথা শোনো।" মার্ক ৯:৭

আর তখন তারা মনুষ্যপুত্রকে মেঘে করে মহা পরাক্রম ও মহিমার সঙ্গে আসতে দেখবে। মার্ক ১৩:২৬

যিশু বললেন, " আমিই তিনি; এবং তোমরা মনুষ্যপুত্রকে পরাক্রমের ডান পাশে বসে থাকতে ও স্বর্গের মেঘে করে আসতে দেখবে।" মার্ক ১৪:৬২

তিনি যখন এই কথা বলছিলেন, তখন একটি মেঘ এসে তাঁদের ঢেকে ফেলল এবং তাঁরা মেঘের মধ্যে প্রবেশ করতে ভয় পেলেন। আর মেঘের মধ্য থেকে এক বাণী এল, "ইনি আমার প্রিয় পুত্র, তোমরা তাঁর কথা শোনো।" লূক ৯: ৩৪-৩৫

আর তিনি লোকদের বললেন, যখন তোমরা পশ্চিম দিক থেকে মেঘ উঠতে দেখবে, তখনই বলবে, বৃষ্টি আসছে; আর তাই হয়। লূক ১২:৫৪

আর তখন তারা মনুষ্যপুত্রকে মেঘে করে পরাক্রম ও মহিমার সাথে আসতে দেখবে। লূক ২১:২৭

আর তিনি এই সব কথা বলার পর, তাঁদের চোখের সামনেই তাঁকে তুলে নেওয়া হল এবং একটি মেঘ তাঁদের দৃষ্টির আড়ালে তাঁকে গ্রহণ করল। প্রেরিত ১:৯

পত্রাবলী

হে ভ্রাতৃগণ, আমি চাই না যে তোমরা অজ্ঞ থাকো যে, আমাদের সকল পূর্বপুরুষ মেঘের নিচে ছিলেন এবং সকলেই সমুদ্র পার হয়েছিলেন। আর তাঁরা সকলে মেঘে ও সমুদ্রে মোশির উদ্দেশ্যে বাপ্তিস্ম গ্রহণ করলেন; ১ করিন্থীয় ১০: ১-২

তখন আমরা যারা জীবিত থাকব, আমাদেরকেও মেঘের মধ্যে তাদের সঙ্গে তুলে নেওয়া হবে, যেন আকাশে প্রভুর সঙ্গে মিলিত হতে পারি; আর এভাবেই আমরা চিরকাল প্রভুর সঙ্গে থাকব। ১ থেসালোনিকীয় ৪:১৭

অতএব, যেহেতু আমরাও সাক্ষীদের এমন এক বিশাল মেঘ দ্বারা পরিবেষ্টিত, এসো আমরা সকল ভার ও যে পাপ আমাদের সহজে ঘিরে ধরে, তা পরিহার করি এবং ধৈর্য সহকারে আমাদের সামনে নির্ধারিত দৌড়ে দৌড়াই। ইব্রীয় ১২:১

এগুলি জলহীন কূপ, ঝড়ে বাহিত মেঘ; যাদের জন্য চিরকালের জন্য নির্ধারিত রয়েছে অন্ধকারের কুয়াশা। ২ পিতর ২:১৭

এরা তোমার করুণার ভোজের মধ্যে কলঙ্কস্বরূপ, যখন তারা তোমার সাথে নির্ভয়ে ভোজন করে: এরা জলহীন মেঘের মতো, বাতাসে ভেসে বেড়ায়; এরা এমন বৃক্ষ যার ফল শুকিয়ে যায়, ফলহীন, দ্বিমৃত, মূলসুদ্ধ উপড়ে ফেলা বৃক্ষ; যিহূদা ১:১২

উদ্ঘাটন

দেখো, তিনি মেঘের সঙ্গে আসছেন; এবং প্রত্যেক চক্ষু তাঁকে দেখবে, আর যারা তাঁকে বিদ্ধ করেছিল তারাও দেখবে: এবং পৃথিবীর সকল জাতি তাঁর কারণে বিলাপ করবে। ঠিক তাই হোক, আমেন। প্রকাশিত বাক্য ১:৭

আর আমি দেখলাম, স্বর্গ থেকে মেঘে আবৃত আর একজন পরাক্রমশালী দূত নেমে আসছেন; তাঁর মাথার উপরে ছিল রামধনু, তাঁর মুখমণ্ডল ছিল সূর্যের মতো এবং তাঁর চরণযুগল ছিল অগ্নিস্তম্ভের স্বরূপ। প্রকাশিত বাক্য ১০:১

আর তাঁরা স্বর্গ থেকে এক মহাবাণী শুনতে পেলেন, যা তাঁদের বলছিল, এখানে উপরে এসো। তখন তাঁরা মেঘে চড়ে স্বর্গে আরোহণ করলেন এবং তাঁদের শত্রুরা তাঁদের দেখতে পেল। প্রকাশিত বাক্য ১১:১২

আর আমি তাকালাম, আর দেখলাম, একটি সাদা মেঘ। সেই মেঘের উপরে মনুষ্যপুত্রের মতো একজন বসেছিলেন; তাঁর মাথায় ছিল একটি সোনার মুকুট এবং হাতে একটি ধারালো কাস্তে। আর মন্দির থেকে আর একজন স্বর্গদূত বেরিয়ে এসে মেঘের উপর উপবিষ্ট তাঁকে উচ্চস্বরে বললেন, "তোমার কাস্তে চালাও এবং শস্য কাটো; কারণ তোমার শস্য কাটার সময় এসে গেছে; পৃথিবীর ফসল পেকেছে।" আর যিনি মেঘের উপর বসেছিলেন, তিনি পৃথিবীতে তাঁর কাস্তে চালালেন; এবং পৃথিবী কর্তন করা হলো। প্রকাশিত বাক্য ১৪: ১৪-১৬

অ্যাপোক্রিফা

এরপর আমার সামনে দিয়ে একটি জলীয় মেঘ চলে গেল এবং ঝড়ের সাথে প্রচুর বৃষ্টি বর্ষণ করল; আর সেই ঝোড়ো বৃষ্টি থেমে গেলে বৃষ্টির ফোঁটাগুলো স্থির হয়ে রইল। ২ এসদ্রাস ৪:৪৯

তথাপি, বিপদগ্রস্ত ব্যক্তির জন্য এই সকল বিষয়ে প্রবেশ করা কি সহজতর নয়; বরং জগৎ থেকে মেঘের মতো বিলীন হয়ে যাওয়া এবং শেষ দিনের ঘটনাসমূহ দেখতে না পাওয়া। আর তিনি আমাকে উত্তর দিয়ে বললেন, ২ এসদ্রাস ১৩:২০

দেখো, পূর্ব দিক থেকে ও উত্তর দিক থেকে দক্ষিণ দিক পর্যন্ত মেঘপুঞ্জ আসছে, আর তা দেখতে অত্যন্ত ভয়ঙ্কর, ক্রোধ ও ঝড়ে পরিপূর্ণ। আর পূর্ব দিক থেকে প্রচণ্ড বাতাস উঠবে এবং তা খুলে দেবে; এবং যে মেঘপুঞ্জ তিনি ক্রোধে তুলেছিলেন, আর যে তারা পূর্ব ও পশ্চিম বাতাসের ভয় দেখানোর জন্য আলোড়িত করেছিল, তা ধ্বংস হয়ে যাবে। সেই বিশাল ও শক্তিশালী মেঘপুঞ্জ ক্রোধে স্ফীত হবে, এবং সেই তারাও, যেন তারা সমস্ত পৃথিবীকে ও তার বাসিন্দাদের ভীত করে তোলে; আর তারা প্রত্যেক উঁচু ও বিশিষ্ট স্থানের উপর একটি ভয়ঙ্কর তারা বর্ষণ করবে। ২ এসদ্রাস ১৫:৩৪ , ৩৯-৪০

আর কালক্রমে আমাদের নাম বিস্মৃত হবে, এবং কেউ আমাদের কর্ম স্মরণ রাখবে না, এবং আমাদের জীবন মেঘের চিহ্নের মতো মিলিয়ে যাবে, আর সূর্যের রশ্মিতে তাড়িত ও তার উত্তাপে পরাভূত কুয়াশার মতো ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবে। শলোমনের প্রজ্ঞা ২:৪

তখন সঠিক লক্ষ্যে নিশানা করা বজ্রসমূহ ছড়িয়ে পড়বে; এবং মেঘপুঞ্জ থেকে, যেমন একটি সুনিপুণভাবে টানা ধনুক থেকে, তা লক্ষ্যের দিকে ছুটে যাবে। শলোমনের প্রজ্ঞা ৫:২১

অর্থাৎ, এক মেঘ শিবিরকে ছায়াচ্ছন্ন করল; এবং যেখানে আগে জল ছিল, সেখানে শুকনো ভূমি দেখা দিল; এবং লোহিত সাগর থেকে এক বাধাহীন পথ; এবং উত্তাল স্রোত থেকে এক সবুজ মাঠ: সলোমনের প্রজ্ঞা ১৯:৭

যখন কোনো ধনী ব্যক্তি কথা বলে, তখন সবাই চুপ থাকে, এবং সে যা বলে, তার ভূয়সী প্রশংসা করে: কিন্তু যখন কোনো দরিদ্র ব্যক্তি কথা বলে, তখন তারা বলে, এ আবার কে? এবং যদি সে হোঁচট খায়, তবে তারা তাকে পতন ঘটাতে সাহায্য করবে। উপদেশক পুস্তক ১৩:২৩

আমি পরমেশ্বরের মুখ থেকে বের হলাম এবং মেঘের দ্বারা পৃথিবীকে আবৃত করলাম। আমি উচ্চস্থানে বাস করতাম এবং আমার সিংহাসন এক মেঘস্তম্ভে অবস্থিত। উপদেশক পুস্তক ২৪:৩-৪

যে প্রভুর সেবা করে, সে অনুগ্রহে গৃহীত হবে এবং তার প্রার্থনা মেঘ পর্যন্ত পৌঁছাবে। নম্র ব্যক্তির প্রার্থনা মেঘ ভেদ করে: এবং তা নিকটবর্তী না হওয়া পর্যন্ত সে সান্ত্বনা পাবে না; এবং ততক্ষণ পর্যন্ত সে সরে যাবে না, যতক্ষণ না পরমেশ্বর ন্যায়সঙ্গতভাবে বিচার করার জন্য দর্শন করেন ও বিচার কার্যকর করেন। দুঃখের সময়ে করুণা যথাসময়ে আসে, যেমন খরার সময়ে মেঘের বৃষ্টি। উপদেশক ৩৫:১৬-১৭,২০

এর দ্বারাই ধনভাণ্ডার উন্মুক্ত হয় এবং মেঘপুঞ্জ পাখির ন্যায় উড়ে যায়। তাঁর মহান শক্তিতে তিনি মেঘপুঞ্জকে দৃঢ় করেন এবং শিলাবৃষ্টি চূর্ণবিচূর্ণ করে দেন। উপদেশক পুস্তক ৪৩:১৪-১৫

তিনি তাঁকে তাঁর স্বর শোনালেন, এবং তাঁকে ঘন মেঘের মধ্যে নিয়ে গেলেন, আর তাঁর চোখের সামনে তাঁকে আদেশসমূহ দিলেন, অর্থাৎ জীবন ও জ্ঞানের বিধান, যেন তিনি যাকোবকে তাঁর নিয়মসমূহ এবং ইস্রায়েলকে তাঁর বিধানসমূহ শিক্ষা দিতে পারেন। উপদেশক পুস্তক ৪৫:৫

তিনি ছিলেন মেঘের মাঝে প্রভাতী তারার মতো, এবং পূর্ণিমার চাঁদের মতো: পরমেশ্বরের মন্দিরে কিরণদানকারী সূর্যের মতো, এবং উজ্জ্বল মেঘের মধ্যে আলোদানকারী রামধনুর মতো: আর ফলবান সুন্দর জলপাই গাছের মতো, এবং মেঘ পর্যন্ত বেড়ে ওঠা দেবদারু গাছের মতো। উপদেশক পুস্তক ৫০:৬-৭,১০

কে স্বর্গে আরোহণ করে তাঁকে নিয়ে এসেছেন এবং মেঘ থেকে নামিয়ে এনেছেন? বারুখ ৩:২৯

আর ঈশ্বর যখন মেঘমণ্ডলীকে সমগ্র পৃথিবী জুড়ে বিচরণ করার আদেশ দেন, তখন তারা সেই আদেশই পালন করে। যিরমিয়ের পত্র ১:৬২

হে বিদ্যুৎ ও মেঘপুঞ্জ, তোমরা প্রভুর প্রশংসা কর; চিরকাল ধরে সকলের ঊর্ধ্বে তাঁর স্তুতি ও মহিমা কর। অশরীয়ের প্রার্থনা ১:৫১

এই কাজ সম্পন্ন হওয়ার পর যখন সূর্য উঠল, যা আগে মেঘে ঢাকা ছিল, তখন এক বিরাট আগুন জ্বলে উঠল, যা দেখে সবাই বিস্মিত হল। ২ মাকাবীয় ১:২২

তখন সদাপ্রভু তাদের এই সকল বিষয় দেখাবেন, এবং সদাপ্রভুর মহিমা ও মেঘও প্রকাশিত হবে; যেমন মোশির সময়ে দেখা গিয়েছিল, এবং যেমন শলোমন যখন স্থানটিকে সম্মানের সাথে পবিত্র করতে চেয়েছিলেন। ২ মাকাবীয় ২:৮

ইনোক

দেখো গ্রীষ্ম ও শীতকাল, কীভাবে সমগ্র পৃথিবী জলে পরিপূর্ণ, এবং তার উপর মেঘ, শিশির ও বৃষ্টি বর্ষিত হয়। হনোক ২:৩

আর তাতে প্রচুর অধার্মিকতা দেখা দিল, এবং তারা ব্যভিচার করল, এবং তারা বিপথে চালিত হল, এবং তাদের সমস্ত পথে কলুষিত হয়ে গেল। সেমজাজা জাদুবিদ্যা ও শিকড় কাটার বিদ্যা শেখাতেন, আরমারোস জাদুর প্রতিকার শেখাতেন, বারাকিয়াল জ্যোতিষশাস্ত্র শেখাতেন, কোকাবেল নক্ষত্রপুঞ্জ, এজেকেল মেঘের জ্ঞান, আরাকিয়েল পৃথিবীর চিহ্ন, শামসিয়েল সূর্যের চিহ্ন, এবং সারিয়েল চন্দ্রের গতিপথ শেখাতেন। আর মানুষ যখন বিনষ্ট হচ্ছিল, তারা আর্তনাদ করছিল, এবং তাদের সেই আর্তনাদ স্বর্গে পৌঁছে যাচ্ছিল... হনোক ৮:২

আর সেই দর্শন আমাকে এইভাবে দেখানো হয়েছিল: দেখ, সেই দর্শনে মেঘেরা আমাকে আহ্বান করল এবং কুয়াশা আমাকে ডাকল, আর নক্ষত্রদের গতিপথ ও বিদ্যুৎ আমাকে দ্রুতগামী করল, এবং সেই দর্শনের বাতাস আমাকে উড়াল দিল ও ঊর্ধ্বে তুলে নিয়ে গেল এবং স্বর্গে বহন করে নিয়ে গেল। হনোক ১৪:৮

আমি দেখলাম, পৃথিবীর উপর দিয়ে বাতাস মেঘমালাকে বয়ে নিয়ে যাচ্ছে; আমি স্বর্গদূতদের পথ দেখলাম। আমি পৃথিবীর প্রান্তে ঊর্ধ্বাকাশের আকাশমণ্ডল দেখলাম। হনোক ১৮:৫

উত্তর-পশ্চিম দিকে প্রবাহিত এক প্রবল জলধারার মতো তা চারদিকে মেঘ ও শিশির ঊর্ধ্বে তুলছিল। হনোক ২৮:৩

আর সেখানে আমার চোখ দেখল বিদ্যুৎ ও বজ্রের রহস্য, এবং বায়ুর রহস্য—কীভাবে তা বিভক্ত হয়ে পৃথিবীর উপর দিয়ে বয়ে যায়, এবং মেঘ ও শিশিরের রহস্য। আর সেখানে আমি দেখলাম, কোথা থেকে তা সেই স্থানে উৎপন্ন হয় এবং কোথা থেকে তা ধূলিময় পৃথিবীকে সিক্ত করে। আর সেখানে আমি দেখলাম বদ্ধ কক্ষসমূহ, যেখান থেকে বায়ু বিভক্ত হয়; শিলাবৃষ্টি ও বায়ুর কক্ষ, কুয়াশা ও মেঘের কক্ষ, এবং তার মেঘ জগৎ সৃষ্টির শুরু থেকে পৃথিবীর উপর ভেসে বেড়ায়। হনোক ৪১:৩-৪

আর শিশিরের আত্মার বাসস্থান আকাশের প্রান্তে, এবং তা বৃষ্টির কক্ষের সাথে সংযুক্ত, আর শীত ও গ্রীষ্মে তার আনাগোনা থাকে: এবং তার মেঘ ও কুয়াশার মেঘ পরস্পর সংযুক্ত, এবং একটি থেকে অন্যটি উদ্‌ভূত হয়। হনোক ৬০:২০

এবং মধ্যবর্তী প্রবেশদ্বার দিয়ে সরাসরি আসে স্বাস্থ্য, বৃষ্টি, শিশির ও সমৃদ্ধি; এবং পশ্চিমের তৃতীয় প্রবেশদ্বার দিয়ে আসে মেঘ, তুষার, বরফ, বৃষ্টি, শিশির ও পঙ্গপাল। হনোক ৭৬:১১

আর চতুর্থ দিক, যার নাম উত্তর দিক, তা তিনটি ভাগে বিভক্ত: তার প্রথমটি মানুষের বসবাসের জন্য; এবং দ্বিতীয়টিতে রয়েছে জলের সমুদ্র, অতল গহ্বর, অরণ্য, নদী, অন্ধকার ও মেঘ; এবং তৃতীয় অংশে রয়েছে ধার্মিকতার উদ্যান। হনোক ৭৭:৩

আহা, যদি আমার চোখ দুটি জলরাশির মতো হতো, যেন আমি তোমার জন্য কাঁদতে পারতাম, আর জলরাশির মতো আমার অশ্রু বর্ষণ করতে পারতাম: তাহলে হয়তো আমার হৃদয়ের যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেতাম! হনোক ৯৫:১

এবং তিনি তোমার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য প্রত্যেক মেঘ, কুয়াশা, শিশির ও বৃষ্টিকে আহ্বান করবেন; কেননা তোমার কারণে সে সব তোমার উপর নেমে আসা থেকে বিরত থাকবে এবং তোমার পাপের কথা স্মরণ করবে। হনোক ১০০:১১

আর আমি সেখানে অদৃশ্য মেঘের মতো কিছু একটা দেখলাম; কারণ তার গভীরতার কারণে আমি ওপারটা দেখতে পারছিলাম না, এবং আমি দেখলাম আগুনের একটি শিখা উজ্জ্বলভাবে জ্বলছে, আর উজ্জ্বল পর্বতের মতো জিনিস বৃত্তাকারে এদিক-ওদিক ঘুরছে। হনোক ১০৮:৪

জাশের

আর তিনি তাঁকে বললেন, "এখন তোমার পুত্রকে, তোমার একমাত্র পুত্রকে, যাকে তুমি ভালোবাসো, সেই ইসহাককে নিয়ে মোরিয়া দেশে যাও এবং সেখানে তোমাকে যে পর্বত দেখানো হবে, তার উপরে তাঁকে হোমবলি হিসেবে উৎসর্গ করো; কারণ সেখানে তুমি একটি মেঘ ও প্রভুর মহিমা দেখতে পাবে।" আর তাঁর কাছে একটি অগ্নিস্তম্ভ দেখা গেল যা পৃথিবী থেকে স্বর্গ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল, এবং পর্বতের উপরে মহিমার এক মেঘ দেখা গেল, আর সেই মেঘের মধ্যে প্রভুর মহিমা দেখা গেল। তখন

আব্রাহাম ইসহাককে বললেন, "আমার পুত্র, আমরা দূর থেকে যে পর্বতটি দেখতে পাচ্ছি, তুমি কি সেটির উপরে তাই দেখতে পাচ্ছ যা আমি তার উপরে দেখছি?" ইসহাক তাঁর পিতাকে উত্তর দিয়ে বললেন, "আমি দেখছি, আর দেখো, একটি অগ্নিস্তম্ভ ও একটি মেঘ, এবং সেই মেঘের উপরে প্রভুর মহিমা দেখা যাচ্ছে।" যশের ২৩:২,৪২-৪৪

আর প্রভুর মহিমা সীনাই পর্বতের উপরে বিরাজমান ছিল, এবং তিনি মোশিকে ডাকলেন, তখন মোশি মেঘের মধ্য দিয়ে এসে পর্বতে আরোহণ করলেন। যাশের ৮২:৮

আর মাসের বিশ তারিখে, সাক্ষ্য-তাঁবু থেকে মেঘটি সরিয়ে নেওয়া হলো। সেই সময়ে ইস্রায়েল-সন্তানরা সিনাই মরুভূমি থেকে তাদের যাত্রা অব্যাহত রাখল, এবং তারা তিন দিন যাত্রা করল, আর মেঘটি পারান মরুভূমির উপর স্থির হলো; সেখানে ইস্রায়েলের বিরুদ্ধে সদাপ্রভুর ক্রোধ প্রজ্বলিত হলো, কারণ তারা খাওয়ার জন্য মাংস চেয়ে সদাপ্রভুকে ক্রুদ্ধ করেছিল। যাশের ৮৩:২৫-২৬

আর সদাপ্রভু মেঘস্তম্ভে সমাগম তাঁবুতে আবির্ভূত হলেন এবং সেই মেঘস্তম্ভটি তাঁবুর প্রবেশদ্বারে দাঁড়িয়ে রইল। যাশের ৮৭:২

জুবিলি

আর মোশি ঈশ্বরের পর্বতে আরোহণ করলেন, এবং প্রভুর মহিমা সীনাই পর্বতে বিরাজ করছিল, আর একটি মেঘ ছয় দিন ধরে সেটিকে ঢেকে রেখেছিল। আর সপ্তম দিনে তিনি মেঘের মধ্য থেকে মোশিকে ডাকলেন, এবং পর্বতের চূড়ায় প্রভুর মহিমার প্রকাশ জ্বলন্ত আগুনের মতো ছিল। জুবিলী ১:২-৩

কারণ প্রথম দিনেই তিনি সৃষ্টি করলেন ঊর্ধ্বস্থ আকাশমণ্ডল, পৃথিবী, জলরাশি এবং তাঁর সেবায় নিয়োজিত সমস্ত আত্মাকে—উপস্থিতির দূতগণ, পবিত্রকরণের দূতগণ, অগ্নি আত্মার দূতগণ, বায়ু আত্মার দূতগণ, মেঘ আত্মার দূতগণ, অন্ধকার আত্মার দূতগণ, তুষার, শিলাবৃষ্টি ও হিমশীতল আত্মার দূতগণ, স্বরধ্বনি, বজ্র ও বিদ্যুতের দূতগণ, শীত ও গ্রীষ্ম আত্মার দূতগণ, শীত, বসন্ত, শরৎ ও গ্রীষ্ম আত্মার দূতগণ এবং তাঁর সৃষ্ট সকল প্রাণীর আত্মাকে যারা আকাশে ও পৃথিবীতে আছে; তিনি সৃষ্টি করলেন অতল গহ্বর ও অন্ধকার, সন্ধ্যা ও রাত্রি, এবং আলো, ভোর ও দিন, যা তিনি তাঁর হৃদয়ের জ্ঞানে প্রস্তুত করেছেন। জুবিলিস ২:২

তিনি মেঘে তাঁর ধনুক স্থাপন করলেন এক চিরস্থায়ী চুক্তির চিহ্নস্বরূপ, যেন পৃথিবীর সমস্ত দিন পর্যন্ত একে ধ্বংস করার জন্য পৃথিবীতে আর কোনো বন্যা না হয়। জুবিলিস ৬:১৬

আর এক ঝাঁক কাক বীজ ভক্ষণ করতে এলো, এবং তারা মাটিতে বসার আগেই অব্রাম তাদের দিকে ছুটে গেলেন, আর বীজ ভক্ষণ করার জন্য মাটিতে বসার আগেই তাদের উদ্দেশ্যে চিৎকার করে বললেন, 'নেমিও না: যেখান থেকে এসেছ, সেখানেই ফিরে যাও,' আর তারা ফিরে যেতে লাগল। আর তিনি সেই দিন কাকের ঝাঁককে সত্তর বার ফিরিয়ে দিলেন, এবং অব্রাম যেখানে যেখানে ছিলেন, সেই সমস্ত দেশের সমস্ত কাকের মধ্যে একটিও সেখানে বসল না। জুবিলিস ১১:১৮-১৯

বাইবেলের হারিয়ে যাওয়া বই

"কিন্তু আমি যখন যাচ্ছিলাম," যোসেফ বললেন, "আমি আকাশের দিকে তাকালাম, আর দেখলাম মেঘপুঞ্জ বিস্মিত হয়েছে এবং আকাশের পাখিরা তাদের উড়ানের মাঝপথে থেমে গেছে।" প্রোটেভাঞ্জেলিয়ন ১৩:২

তখন একটি উজ্জ্বল মেঘ গুহাটিকে ছেয়ে ফেলল, এবং ধাত্রী বলল, "আজ আমার আত্মা মহিমান্বিত হয়েছে, কারণ আমার চোখ বিস্ময়কর সব জিনিস দেখেছে, এবং ইস্রায়েলের জন্য পরিত্রাণ আনা হয়েছে।" কিন্তু হঠাৎ মেঘটি গুহার মধ্যে এক প্রচণ্ড আলো হয়ে উঠল, যার ফলে তাদের চোখ তা সহ্য করতে পারল না। প্রোটেভাঞ্জেলিয়ন ১৪:১০-১১

এ পর্যন্ত আমরা এখানেই ছিলাম এবং মৃত্যুর স্বাদ পাইনি, কিন্তু এখন খ্রীষ্টারিষ্টের আগমনের সময় আমরা আবার ফিরে যেতে চলেছি; ঐশ্বরিক চিহ্ন ও অলৌকিক কর্মে সজ্জিত হয়ে, তাঁর সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হতে, যিরূশালেমে তাঁর হাতে নিহত হতে এবং সাড়ে তিন দিন পর জীবিত অবস্থায় মেঘের মধ্যে ঊর্ধ্বে তুলে নেওয়া হতে। নিকোডেমাসের সুসমাচার ২০:৪

তখন লোকেরা সেই চিতায় আগুন ধরিয়ে দিল; যদিও শিখাটি অত্যন্ত বিশাল ছিল, তবুও তা তাকে স্পর্শ করতে পারল না, কারণ ঈশ্বর তার প্রতি করুণা করলেন এবং নীচের পৃথিবী থেকে এক প্রচণ্ড অগ্ন্যুৎপাত ঘটালেন, আর উপর থেকে এক মেঘ নেমে এসে প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টি ও শিলাবৃষ্টি বর্ষণ করল; প্রেরিত পৌল ও থেকলার কার্যবিবরণী ৫:১৫

কিন্তু মাছগুলো (সামুদ্রিক শাবকগুলো) যখন বিদ্যুৎ চমক ও আগুন দেখল, তখন তারা মারা গেল এবং জলের উপরিতলে মৃত অবস্থায় সাঁতার কাটতে লাগল, আর এক অগ্নি-মেঘ থেক্লাকে ঘিরে ফেলল, ফলে পশুরা যেমন তার কাছে আসতে পারল না, তেমনি লোকেরাও তার নগ্নতা দেখতে পেল না। পৌল ও থেক্লার কার্যবিবরণী ৯:৯

সেখান থেকে প্রস্থান করে তিনি সেলিউসিয়াতে গেলেন এবং খ্রীষ্টের জ্ঞানে অনেককে আলোকিত করলেন। আর একটি উজ্জ্বল মেঘ তাঁর যাত্রাপথে তাঁকে পথ দেখিয়ে নিয়ে গেল। সেলিউসিয়াতে পৌঁছানোর পর, তিনি শহরের বাইরে প্রায় এক ফার্লং দূরত্বের একটি জায়গায় গেলেন, কারণ তিনি সেখানকার অধিবাসীদের ভয় পেতেন, যেহেতু তারা প্রতিমাপূজক ছিল। আর সেই মেঘ তাঁকে ক্যালামন বা রোডিয়ন নামক একটি পর্বতে নিয়ে গেল। সেখানে তিনি বহু বছর বাস করলেন এবং শয়তানের বহু কঠিন প্রলোভনের সম্মুখীন হলেন, যা তিনি খ্রীষ্টের কাছ থেকে পাওয়া সাহায্যের দ্বারা উপযুক্তভাবে সহ্য করেছিলেন। পৌল ও থেক্লার প্রেরিতদের কার্যবিবরণী ১০:১১-১৪

আমাদের বোধশক্তি ত্রুটিপূর্ণ ছিল; আমরা পাথর ও কাঠের, সোনা, রুপো ও পিতলের—মানুষের হাতের তৈরি জিনিসের—উপাসনা করতাম; এবং আমাদের সমগ্র জীবন মৃত্যু ছাড়া আর কিছুই ছিল না। অতএব, অন্ধকারে পরিবেষ্টিত হয়ে এবং চোখের সামনে এমন কুয়াশা থাকা সত্ত্বেও, আমরা ঊর্ধ্বে তাকিয়েছি, এবং তাঁর ইচ্ছানুসারে সেই মেঘ সরিয়ে দিয়েছি যা দিয়ে আমরা পরিবেষ্টিত ছিলাম। কারণ তিনি আমাদের প্রতি করুণা করেছিলেন, এবং আমাদের প্রতি তাঁর অন্তরে বিচলিত হয়ে আমাদের রক্ষা করেছেন; আমাদের মধ্যে অনেক ভ্রান্তি ও বিনাশ দেখে এবং এটা বুঝে যে, কেবল তাঁর মাধ্যমেই পরিত্রাণ লাভ করা ছাড়া আমাদের আর কোনো আশা ছিল না। ২ করিন্থীয়দের প্রতি ক্লেমেন্ট ১:৭-৯

এবং পুরুষ ও নারীর মধ্যে পুরুষও নয়, নারীও নয়;—তিনি এটাই বোঝাতে চেয়েছেন; তিনি আমাদের ক্রোধকে পুরুষ এবং আমাদের কামবাসনাকে নারী বলেছেন। অতএব, যখন কোনো মানুষ এমন অবস্থায় উপনীত হয় যে সে এই দুটির কোনোটিরই অধীন থাকে না (প্রথাগত প্রথার প্রচলন এবং মন্দ শিক্ষার কারণে এই দুটিই বিচারবুদ্ধিকে মেঘাচ্ছন্ন ও অন্ধকারাচ্ছন্ন করে তোলে), বরং সেগুলি থেকে উদ্‌ভূত কুয়াশা দূর করে এবং লজ্জায় পূর্ণ হয়ে অনুতাপের দ্বারা তার আত্মা ও মনকে বিচারবুদ্ধির বাধ্যতায় একীভূত করে; তখন, যেমন পৌল বলেছেন, আমাদের মধ্যে পুরুষও থাকে না, নারীও থাকে না। ২ করিন্থীয়দের প্রতি ক্লেমেন্ট ৫:৪-৬

অতএব, তিনি তখন পৃথিবীতে যেমন ছিলেন, তার অনুরূপ হবেন; সেইজন্যই পূর্বে যিহূদীদের দুটি সুন্দর ও সমান ছাগল নিতে আদেশ দেওয়া হয়েছিল। যেন ভবিষ্যতে যখন তারা আমাদের ত্রাণকর্তাকে স্বর্গের মেঘে করে আসতে দেখবে, তখন তারা ছাগল দুটির সাদৃশ্য দেখে বিস্মিত হয়। বার্নাবাসের সাধারণ পত্র ৬:১২

ইডেনের বিস্মৃত গ্রন্থাবলী

কিন্তু ধূর্ত শয়তান যখন দেখল যে তারা বাগানের দিকে যাচ্ছে, তখন সে তার সৈন্যদলকে একত্রিত করল এবং তাদের প্রতারিত করার উদ্দেশ্যে মেঘের উপর চড়ে আবির্ভূত হল। ১ আদম ও হবার পুস্তক ২৮:১

ঈশ্বর আমাকে আরও বললেন, "যদি তোমার হাঁটার শক্তি না থাকে, তবে আমি একটি মেঘ পাঠাবো যা তোমাকে বহন করে তাদের গুহার প্রবেশপথে নামিয়ে দেবে; তারপর মেঘটি ফিরে গিয়ে তোমাকে সেখানেই রেখে যাবে। আর যদি তারা তোমার সঙ্গে আসে, তবে আমি একটি মেঘ পাঠাবো যা তোমাকে ও তাদের বহন করে নিয়ে যাবে।" তারপর তিনি একটি মেঘকে আদেশ করলেন, আর সেটি আমাকে বহন করে তোমাদের কাছে নিয়ে এলো; এবং তারপর ফিরে গেল। ১ আদম ও হবার পুস্তক ৬০:২৩-২৫

হনোক যখন তাঁর পুত্রদের সব বললেন, তখন স্বর্গদূতেরা তাঁকে নিজেদের ডানায় তুলে নিয়ে প্রথম স্বর্গে উড়ে গেলেন এবং মেঘের উপর রাখলেন। সেখানে আমি তাকালাম, এবং আবার আরও উঁচুতে তাকালাম, আর আকাশমণ্ডল দেখলাম, এবং তাঁরা আমাকে প্রথম স্বর্গে রাখলেন ও এক বিশাল সমুদ্র দেখালেন, যা পার্থিব সমুদ্রের চেয়েও বড়। হনোকের রহস্য ৩:১

আর এখানে আমি নীচে তাকিয়ে দেখলাম বরফের ভান্ডারঘরগুলো, এবং সেই স্বর্গদূতদের যারা তাদের ভয়ংকর ভান্ডারঘরগুলো পাহারা দেয়, আর সেই মেঘপুঞ্জ যেখান থেকে তারা বেরিয়ে আসে এবং যার মধ্যে তারা ফিরে যায়। হনোকের রহস্য ৫:১

এবং স্বর্গদূতদের মধ্য থেকে একজন, তাঁর অধীনস্থ গোষ্ঠীর সাথে বিপথে গিয়ে, এক অসম্ভব চিন্তা করলেন—পৃথিবীর উপরের মেঘের চেয়েও উচ্চতর স্থানে তাঁর সিংহাসন স্থাপন করার, যেন তিনি মর্যাদায় আমার শক্তির সমান হতে পারেন। হনোকের রহস্য ২৯:৩

(শুক্রবার) ষষ্ঠ দিনে আমি আমার প্রজ্ঞাকে সাতটি উপাদান থেকে মানুষ সৃষ্টি করার আদেশ দিলাম: এক, তার মাংস মাটি থেকে; দুই, তার রক্ত শিশির থেকে; তিন, তার চোখ সূর্য থেকে; চার, তার হাড়

পাথর থেকে; পাঁচ, তার বুদ্ধি স্বর্গদূতদের ক্ষিপ্রতা ও মেঘ থেকে; ছয়, তার শিরা ও চুল পৃথিবীর ঘাস থেকে; সাত, তার আত্মা আমার শ্বাস ও বাতাস থেকে। হনোকের রহস্য ৩০:১০

তুমি আমার মুখের কথা শোনো, যেমন আমি প্রভুর কথা শুনেছিলাম, মেঘের আছড়ে পড়ার সাথে সাথে অবিরাম প্রচণ্ড বজ্রপাতের মতো। হনোকের রহস্য ৩৯:৭

আর আমি সূর্যের পরিক্রমা মেপেছি, তার রশ্মি মেপেছি, ঘণ্টা গুনেছি, পৃথিবীর উপর দিয়ে বয়ে চলা সমস্ত কিছুও লিখে রেখেছি। আমি লিখেছি সেইসব জিনিস যা পুষ্ট হয়, আর পৃথিবীর উৎপন্ন সমস্ত রোপিত ও অরোপিত বীজ, আর সমস্ত গাছপালা, আর প্রত্যেক ঘাস ও প্রত্যেক ফুল, আর তাদের মিষ্টি গন্ধ, আর তাদের নাম, আর মেঘের বাসস্থান, আর তাদের গঠন, আর তাদের ডানা, আর কীভাবে তারা বৃষ্টি ও বৃষ্টির ফোঁটা বহন করে। আর আমি সমস্ত কিছুর অনুসন্ধান করেছি, আর লিখেছি বজ্র ও বিদ্যুতের পথ, আর তারা আমাকে দেখিয়েছে চাবিগুলো ও তাদের রক্ষকদের, তাদের উদয়, তাদের চলার পথ; তা একটি শৃঙ্খল দ্বারা পরিমিতভাবে (ধীরে ধীরে) ছেড়ে দেওয়া হয়, পাছে এক ভারী শৃঙ্খল ও বলপ্রয়োগে তা ক্রুদ্ধ মেঘপুঞ্জকে নিচে ছুঁড়ে ফেলে এবং পৃথিবীর সমস্ত কিছু ধ্বংস করে দেয়। আমি লিখেছি বরফের ভান্ডার, আর ঠান্ডা ও হিমশীতল বাতাসের ভাণ্ডার, আর আমি তাদের ঋতুর চাবিধারীকে পর্যবেক্ষণ করেছি, সে মেঘগুলোকে তাদের দিয়ে পূর্ণ করে, আর ভান্ডারগুলোকে কখনও নিঃশেষ করে না। হনোকের রহস্য ৪০:৫-৭

আমার উৎপীড়কেরা আসবে, কিন্তু আমাকে দেখতে পাবে না: অন্ধকারের মেঘ তাদের চোখে নেমে আসবে; এবং ঘন বিষণ্ণতার বাতাস তাদের আচ্ছন্ন করবে: সলোমনের স্তবগান ৫:৪-৫

শান্তিতে প্রভু তাঁর শিশির আমার উপর বর্ষণ করলেন: এবং আমার মস্তকের উপর শান্তির মেঘ উত্তোলন করলেন, যা আমাকে নিরন্তর রক্ষা করত; তা আমার পরিত্রাণের জন্য ছিল: সকল কম্পিত হল এবং তারা ভীত হল; সলোমনের স্তবগান ৩৫:১-৩

কারণ পরমেশ্বরের মহিমা অনুসারেই তিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন; এবং তাঁর নিজের নবত্বের মতো তিনি আমাকে নবায়ন করেছেন; এবং তাঁর নিজের পূর্ণতা থেকে তিনি আমাকে অভিষিক্ত করেছেন: আর আমি তাঁর প্রতিবেশীদের একজন হলাম; এবং আমার মুখ শিশিরের মেঘের মতো উন্মুক্ত হলো, এবং আমার হৃদয় থেকে যেন ধার্মিকতার এক প্রবল স্রোতধারা প্রবাহিত হলো, এবং তাঁর কাছে আমার প্রবেশাধিকার শান্তিতে হলো; এবং আমি তাঁর শাসনের আত্মা দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হলাম। হালেলুইয়া। সলোমনের স্তবগান ৩৬:৫-৮

তাঁর দিনগুলিতে স্বর্গ উল্লাস করবে, পৃথিবী আনন্দিত হবে এবং মেঘপুঞ্জ উল্লাস করবে; আর সমুদ্রের জলের মতো প্রভুর জ্ঞান পৃথিবীতে ঢেলে দেওয়া হবে; এবং প্রভুর উপস্থিতির মহিমার দূতগণ তাঁর মধ্যে আনন্দিত হবে। লেবির সন্দর্ভ ৫:১৮-২০